ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩১ বর্ষ ২৩তম সংখ্যা ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ১ পৌষ ১৪২৪, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭

ঢাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে নীল দলের নিরঙ্কুশ বিজয়

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যকর পরিষদ নির্বাচন ২০১৭'-এ দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত এবং ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচিত অন্য প্রতিনিধিরা হলেন, সহ-সভাপতি- অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), কোষাধ্যক্ষ- অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), যুগ্ম সম্পাদক- অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী (ইংরেজি বিভাগ), সদস্য- অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মো. জিয়াউর রহমান (ক্রিমিনোলজি বিভাগ), অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান (অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ), ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার (সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ), অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে (বাংলা বিভাগ) এবং অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ)।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম

বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি

বিজয় র‍্যালি ২০১৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু, ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর আর বাংলাদেশ একইসূত্রে ইতিহাসের একটি অন্যটির সম্পূরক-উপাচার্য

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' অনুষ্ঠিত হয়। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে কলাভবন প্রাঙ্গণস্থ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিজয় র‍্যালিটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে স্বাধীনতা চত্বরে পরিবেশিত হয় জাতীয় সংগীত, মুক্তির গান ও দেশাত্মবোধক গান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিজয়ের মাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, জাতি বিনির্মাণে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে গণতন্ত্রের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এজন্য আমরা গর্ববোধ করি। এই মহান জাতি যে আত্মত্যাগ করেছিল সেই ত্যাগের একটি চূড়ান্ত ঐতিহাসিক পরিণতি হল ১৬ই ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাস আমাদের অহংকারের মাস, গর্বের মাস, আমাদের বিজয়ের মাস। বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মাস, সর্বস্তরের বাঙালী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষ শ্রদ্ধাভরে বিজয় মাসকে স্মরণ করে। শিক্ষার্থীদের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক, উদার ও নৈতিক মানবিক মূল্যবোধের চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই বিজয় * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজয় মাসের প্রথম প্রভাত শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পদক্ষেপ বাংলাদেশ আয়োজিত 'বিজয় মাসের প্রথম প্রভাত' শীর্ষক এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পদক্ষেপ বাংলাদেশ-এর সভাপতি বাদল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ এবং কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুন নিসা।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দল সঙ্গীত, নৃত্য, দলীয় আবৃত্তি, একক আবৃত্তি পরিবেশন করে।

পদক্ষেপ বাংলাদেশ আয়োজিত 'বিজয় মাসের প্রথম প্রভাত' শীর্ষক এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

রোহিঙ্গা সংকট শুধু বাংলাদেশের নয়, বরং এটি বিশ্ব মানব সভ্যতার সংকট- উপাচার্য

রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (আরএমএমআরইউ)-এর উদ্যোগে "Ending the Slow Burning Genocide of Rohingyas by Myanmar" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৯ নভেম্বর ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ইউরো-বার্মা অফিসের সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইংরেজি বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ, বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও পার্লামেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স-এর এমিরিটাস চেয়ার ড. মালিক মুজাহিদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট-এর চেয়ার অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আরএমএমআরইউ-এর সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. সি আর আবরার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে এগিয়ে আসার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা শুধু বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ নয়, বরং এটি সমগ্র বিশ্ব তথা মানব সভ্যতার সংকট। উপাচার্য রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মিয়ানমারে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচারের দাবী জানান। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, মালয়েশিয়া ও নেপালের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং মানবাধিকার কর্মীগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

International Conference on
ENDING THE SLOW BURNING GENOCIDE OF ROHINGYAS BY MYANMAR

'বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনা' প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি।

বাংলাদেশ আইন সমিতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ প্রাঙ্গণে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ আইন সমিতির '৩২তম বার্ষিক সম্মেলন-২০১৭' উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট আনিসুল হক, এমপি। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার। সমিতির সভাপতি এ কে এম আফজালুল মুনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ এবং সম্মেলন উদযাপন কমিটি-২০১৭ এর আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট মোল্লা মো: আবু কাওছার।

শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিফলক ও কলাভবন চত্বরের সৌন্দর্যবর্ধন উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, বটতলা, অপরাজেয় বাংলাসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সৌন্দর্যবর্ধন ও সংস্কার কাজ এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে নবনির্মিত স্মৃতিফলক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ কলাভবন চত্বরে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এসিআই লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম. আনিস উদ দৌলা ও বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মো. শাহজাহান মিয়া। এসময় এম আনিস উদ দৌলার পরিবারের সদস্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এসিআই লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ঐতিহাসিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় তার ব্যতিক্রমী মূল্যবোধের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে এ প্রচেষ্টা আমাদের অণুপ্রাণিত করবে। মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এম আনিস উদ দৌলার এই প্রচেষ্টাকে 'অদৃশ্য প্রভাব' বলে উল্লেখ করেন তিনি। ঐতিহাসিক এই প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বর্ধন ও শহীদদের স্মরণে যে স্মৃতিফলক করা হয়েছে তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়বে এবং সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য সুন্দর পরিবেশ শিক্ষার্থীদের ভাল মনন তৈরিতেও সাহায্য করবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এম. আনিস উদ দৌলা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাতে বাঙালি জাতি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাদের এই ত্যাগের অপরিসীম মহিমাকে চিরস্বরণীয় করে রাখতে এই স্মৃতিফলকের প্রতিষ্ঠা।

উল্লেখ্য, ঐতিহ্যবাহী কলাভবন চত্বরের বিভিন্ন স্থাপনা সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। শহীদদের স্মৃতিফলক নির্মাণ, ফোয়ারা ও অন্যান্য স্থাপনার সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য অনুদান প্রদান করে এসিআই লিমিটেড কর্তৃপক্ষ।

ICT in Knowledge Management and Action Reasearch শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

MEDIA BRIEF
SOUTH ASIAN REGIONAL CONFERENCE ON ICT IN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ACTION RESEARCH

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং অক্সফাম বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে "South Asian Regional Conference on ICT in Knowledge Management and Action Reasearch" শীর্ষক দু'দিন-ব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, আর্থ এন্ড এনভাইরনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াচ্ছে। তবে পুরুষের মতো এগোতে পারেনি। এখনো তাদের স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান অনেক কম। তবে তা উন্নয়নে নানা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন তারা।

উল্লেখ্য, গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে "South Asian Regional Conference on ICT in Knowledge Management and Action Reasearch" শীর্ষক দু'দিন-ব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় অক্সফাম বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. দীপংকর দত্ত ও মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ল্যারি স্টিলম্যান উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার ২০ জনসহ, দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ভারত, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের মোট ৭০ জন অতিথি অংশগ্রহণ করে। এতে 'দুর্যোগ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, নগর বিজ্ঞান ও নগর সাংবাদিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, লিঙ্গ বৈষম্য ও কমিউনিটি ভয়েসে তথ্যপ্রযুক্তি ও গবেষণা' সহ নয়টি প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম লিটারেচার এন্ড কালচারাল সোসাইটি
'ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে নির্মাণ করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'- প্রতিপাদ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম লিটারেচার এন্ড কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে গত ২৩ নভেম্বর ২০১৭ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আদিবাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু, ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ

(১ম পৃষ্ঠার পর) র‍্যালির আয়োজন করে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য'র স্বীকৃতি পাওয়াকে উদ্বৃত করে উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণ না দিলে ২৬ মার্চ হতো না, ১৬ই ডিসেম্বরও হতো না, একটি স্বাধীন দেশের জন্মও হতো না। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এই স্থানে দিয়েছিলেন এবং এই স্থানেই ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেছিল। আমাদের স্বাধীনতা কারো দেওয়া নয়, কোন দালিলিক চুক্তির মধ্যদিয়েও হয়নি, অজস্র রক্ত ও বহু প্রাণের বিনিময়ে, বহু ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। সেজন্য আমাদের স্বাধীনতার মূল্য অনেক এবং বিশ্বের অন্য অনেক জাতির স্বাধীনতার চেয়ে ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। বঙ্গবন্ধু, ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর আর বাংলাদেশ একই সুত্রে ইতিহাসের একটি অন্যটির পরিপূরক, সম্পূরক ও অনুষঙ্গ বিশেষ। আজকে আমাদের এই আনন্দ র‍্যালিটি শুধু বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একটি স্পৃহাই নয়, বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য এটি একটি অনুপ্রেরণা।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো.আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র প্রভাষক হিসেবে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে তিনি সহকারী অধ্যাপক, ১৯৬৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৭৩ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৯ নভেম্বর ২০১৭ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আনিসুল হকের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আনিসুল হক মানুষের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আনিসুল হকের জন্ম ১৯৫২ সালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে।

উল্লেখ্য, আনিসুল হক গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে, আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামি'আয় গত ২ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ জোহর এক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ ও মসজিদুল জামি'আ পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশিদ। এছাড়া, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি-এ নন-ফিকশন বইমেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও দৈনিক বণিক বার্তা'র যৌথ উদ্যোগে তৃতীয় বারের মতো তিন দিনব্যাপী নন-ফিকশন বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ অনুষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বই মেলার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। পরে তিনি বই মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, দৈনিক বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা।

এবারের বই মেলায় অংশ নেয় দেশের খ্যাতনামা ২১টি প্রকাশনা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল- সাহিত্য প্রকাশ, দিব্য প্রকাশ, অনন্যা প্রকাশনী, নালন্দা প্রকাশনী,কাকলি প্রকাশনী, সংহতি প্রকাশনী, সময় প্রকাশ, অবসর প্রকাশনী, আগামী প্রকাশনী, অনুপম প্রকাশনী, এপিপিএল, ঐতিহ্য প্রকাশনী, মাওলা ব্রাদার্স, অ্যাডন প্রকাশনী, ইউপিএল, উৎস প্রকাশনী, বাংলা একাডেমি, বিআইডিএস, বিআইবিএম, প্রথমা প্রকাশনী ও ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ।

মেলার আয়োজনে সহায়তা করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মার্কেট পালস্, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড।

'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' উদযাপন

CELEBRATING INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES 2017
"SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND DISABILITY"

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিইউপিডিএফ)-এর উদ্যোগে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শফিক উল আজম এবং কেন্দ্রীয় পিডিএফের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মিজানুর রহমান কিরন। মাহবুবুর রহমান শাকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আলী আক্কাস।

এ উপলক্ষে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও প্রতিবন্ধিতা (Sustainable Development Goals and Disability)' প্রতিপাদ্য নিয়ে মূল আলোচনায় প্রধান আলোচক ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক তৌহিদুল হক, উইমেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আশরাফুন নাহার মিষ্টি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তিতে একটি সমন্বিত সমাজ গঠনই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও দর্শন। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণের যে দর্শন, তার সাথে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর আর্দশ ধারণ করে সে-লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সার্বক্ষনিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে প্রতিবন্ধীরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন, আসলে তারাই সবচেয়ে বেশি সক্ষম মানুষ। এই মানুষগুলোর কাজে সহযোগিতা করে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে ভাল মানুষের কাজ। আমাদের সকলেরই সে উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

সৌদি প্রতিনিধি

সৌদি আরব ভিত্তিক আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ (এআরআইজি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী এস এ চৌধুরী গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি কাজী মোজাম্মেল হোসেন ও আবির রশিদ এসময় তার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা আরব ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ-এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। সৌদি প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল প্রদানেও তিনি উপাচার্যকে আশ্বাস দেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ভারতের সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক চন্দন গোস্বামীর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- শুভাশিস দাস, আব্দুল রাজ্জাক, অমিতাভ দাস, সৌগত ভট্টাচার্য এবং কৌস্তভ মুখার্জী। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সাইন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত বিখ্যাত অধ্যাপক এস এন বোসের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

জার্মানীর অধ্যাপক

জার্মানীর কিয়েল ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদ প্রজনন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ক্রিশ্চিয়ান জাং গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর কিয়েল ইউনিভার্সিটির মধ্যে কৃষি, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা প্রদানের জন্য জার্মানীর অধ্যাপক বাংলাদেশ সফর করেন।

অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক

অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জিলিয়ান অলিভার গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. ল্যারি স্টিলম্যান এসময় তার সঙ্গে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ্-উল-ইসলাম সহ কয়েকজন শিক্ষক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির মধ্যে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল-দস্তাবেজ ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য অতিথিকে ধন্যবাদ দেন।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক ড. জিলিয়ান অলিভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে "Digital Curation in Archives: Stages, Solution, Skills" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

জার্মান ভূতত্ত্ববিদ

জার্মানীর বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ড. জার্গেন লিজ গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ভূমিকম্প ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সংক্রান্ত গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে জার্মান ভূতত্ত্ববিদ আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ দেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রব হোপ গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'পানি নিরাপত্তা ও দারিদ্র' বিষয়ক চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র সাহা গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ন্যাচার কনজারভেশন সোসাইটি'র চিফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. তপন কুমার দে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অব বর্ধমান-এর সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

শ্রীলংকা ইয়ুথ কাউন্সিল প্রতিনিধিদল

শ্রীলংকার ইয়ুথ কাউন্সিলের ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে।

এসময় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন শ্রীলংকা ইয়ুথ কাউন্সিলের সহকারী পরিচালক এস ডব্লিউ উইমালাসেনা, হোপ-৮৭ বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রেজাউল করিম বাবু, স্টেপআপ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র লাইফ স্কিল ট্রেইনার অ্যান্ড প্রোগ্রাম ম্যানেজার জান্নাতুন নাঈম ঈশিতা, স্টেপআপ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান নয়ন প্রমুখ।

উপাচার্য তরুণ প্রতিনিধি বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকালে উপাচার্য বলেন, এ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের তরুণরা শ্রীলংকার শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে যেমন জানার সুযোগ লাভ করবে তেমনি শ্রীলংকার তরুণরাও বাংলাদেশের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। উপাচার্য বাংলাদেশ ভ্রমণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য প্রতিনিধিদলটিকে ধন্যবাদ জানান।

এসময় শ্রীলংকার ইয়ুথ কাউন্সিল প্রতিনিধিদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদলকে শ্রীলংকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

ভারতের সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক চন্দন গোস্বামীর নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- শুভাশিস দাস, আব্দুল রাজ্জাক, অমিতাভ দাস, সৌগত ভট্টাচার্য এবং কৌস্তভ মুখার্জী। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সাইন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা উপস্থিত ছিলেন।

জার্মানীর বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ড. জার্গেন লিজ গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জার্মানীর কিয়েল ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদ প্রজনন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ক্রিশ্চিয়ান জাং গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জিলিয়ান অলিভার গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

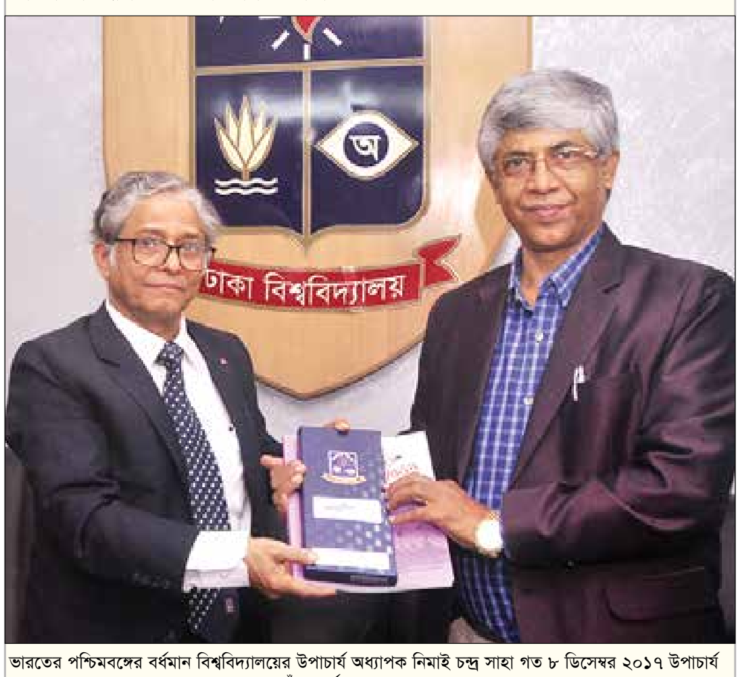
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র সাহা গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রব হোপ গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

চীনের সাংহাই একাডেমি অব সোস্যাল সায়েন্সেস-এর অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শেন কাইয়ান-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপিত

রোকেয়া দিবস ২০১৭
রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন
বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ দিনব্যাপী 'রোকেয়া দিবস-২০১৭' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল মিলনায়তনে 'রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গণসাক্ষরতা অভিযান সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী।

রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও হলের খন্ডকালীন আবাসিক শিক্ষিক সৈয়দা আতিকুন নাহার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতেই ফাউন্ডেশন বক্তা শিক্ষাবিদ রাশেদা কে. চৌধুরী সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর সচেতনতা ও সফলতার দিক তুলে ধরায় তাঁকে ধন্যবাদ জানান। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের রোকেয়ার দর্শনের দিকটি মেনে চলতে হবে। কেননা সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর দর্শন অত্যন্ত জরুরী। পাশাপাশি তোমাদের বিনম্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর উদ্বৃতি তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, ভালো কাজ যেমন করতে হবে তেমনি ভালো শিক্ষার্থীও হতে হবে।

শিক্ষাবিদ রাশেদা কে. চৌধুরী "আমরা রোকেয়ার উত্তরসূরী" শীর্ষক ফাউন্ডেশন বক্তৃতায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজের সর্বপর্যায়ে নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণের চিত্র বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়নের আলোকে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান নারীর অর্জনের ও অগ্রযাত্রার পথ প্রদর্শক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর পথচলা মোটেই সহজ ছিল না। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর জীবনগাথা, তার মেধা ও মননের আলোয় উদ্ভাসিত পথে আজ বাংলাদেশের নারী সমাজ অগ্রগামী হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রোকেয়া হলের মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান করেন। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে হলের স্বর্ণপদক পেয়েছেন- জান্নাতুল রাফিয়া (এম. এস, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ)। মেধাবৃত্তি লাভ করেছেন- প্রিয়াংকা কুন্ডু (এম.এস.এস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), শাহানাজ পারভীন রিমি (এম.এ, দর্শন বিভাগ), মোছা. শারমিন সুলতানা সুমি (এম.বি.এ, ফিন্যান্স বিভাগ), বিয়াস বিনতে কামাল (এম.এসসি, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ)। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন- নুসরাত জাহান (বি.এস.এস, ৩য় বর্ষ, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ), খাদিজাতুল কুবরা ফারিহা (২য় বর্ষ, বি.এস.এস, লোকপ্রশাসন বিভাগ), রাসমিয়া নারগিস রিদা (১ম বর্ষ, বি.ফার্ম, ফার্মেসী বিভাগ) ও কানিজ ফাতেমা (১ম বর্ষ, বি.এস, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ) এবং কল্যাণ বৃত্তি পেয়েছেন আফরিন সুলতানা (২য় বর্ষ, বি.বি.এ, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)।

এছাড়া, রোকেয়া দিবস উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে রোকেয়া হলের উদ্যোগে হল চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এসময় রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীসহ হলের বিপুল সংখ্যক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৮১জন শিক্ষার্থী

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বিএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ১০টি বিভাগের ৮১জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৪ জন ছাত্র এবং ৫৭জন ছাত্রী এই এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হুমায়রা আখতার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মেধার সঙ্গে সততা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অন্যের সমালোচনা করার পরিবর্তে আত্মসমালোচনা করতে হবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের জুয়েইরিয়া বিনতে জসিম, উম্মে হানি পিংকি, মো: সাইফুল ইসলাম, জাহান-ই-গুলশান, শারমিন আক্তার, আফিফান নজমু, শামিমা জাহান, এস এম জাহিদ আনোয়ার, আউজিতা শেহরিন রাজ্জাক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সুমাইয়া তাবাসসুম, মাসনুন হুমাইরা মাইশা, নিশাত তাসনিম, সায়লা কবির, মোসা. আয়েশা, নাদিরা ইয়াসমিন জুই, মালিহা মেহনাজ, সুমাইয়া জান্নাত, আরিনা পারভীন, মো: হারুন অর রশিদ, রহিমা খাতুন, কাজী মেহেরুন নেসা, অতন্দ্রিলা বিশ্বাস, সিরাজুম মুনিরা হুসাইনি, সায়মা বিনতে হুদা, আশিকা আখতার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের জান্নাতুন নাহার ঝিনু, মো: ফজলে রাব্বী, আনতার সরকার আদ্রি, সাদনিমান রহমান, তানিজা তাবাসসুম, সাদিয়া আফরিন স্বর্না, সৈয়দা আনিকা তাসনিম, নাসরিন আক্তার বৃষ্টি, মো: নাজমুল হক, আয়েশা আখতার ঝিলিক, ফাহমিদা তাসনিম লিজা, শুক্লা হাওলাদার, সান্জিদা সেকেন্দার, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের বিচিত্রা পাল, মো: হাসিব, তাসনিম এহসান, মোহাম্মদ উমর শরিফ সোহান, মনোবিজ্ঞান বিভাগের মোস. জাকিয়া রহমান, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সাইকা হোসেন, ইশরাত জাহান, জান্নাতুল রাফিয়া, সাহিত্য রঞ্জন বিশ্বাস, নিগার ফাতিমা, ফারহানা ববি, দীপক কুমার শীল, মো: নাঈম হোসেন, মো: সালমান জহির উদ্দিন, জারিন রুশনি, শাফিনা জাহান, রেহনুমা বিনতে কবির, মাফরুহা মার্জিয়া, অভিরূপ সাহা, সুস্মিতা বসাক, রোমানা শারমিন, নুসরাত নাবিলা ফারিহা, জারিন তাসনিম, রায়িদ মোহাম্মদ ইহসান, লুবনা জাহান, মো: রাইসুল ইসলাম রাব্বী, প্রীতি লতা চক্রবর্তী, তানিয়া সুলতানা, তালাল হোসেন, শর্মিষ্ঠা গোস্বামী, সানজিদা হায়দার নুপুর, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের মো: আল জাহিদ, মোসা. আজিজা বেগম, তানজিলা আক্তার নিপা, ফারহানা মোস্তাফিজ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের মো: মাহমুদুল হাসান আকাশ, মো: ওয়াহিদ মুরাদ, মুহাম্মদ সালমান, নুসরাত জাহান আনতোরা, শিবরাজ চৌধুরী, রিজওয়ান মাহমুদ, জারিফ হোসেন এবং তাহিয়া আনান রহমান।

ডিন'স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬
জীববিজ্ঞান অনুষদ

বঙ্গবন্ধু হলের ৪জন শিক্ষার্থীর বঙ্গবন্ধু মেধাবৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু মেধাবৃত্তি ও সম্মাননা বক্তৃতা-২০১৭' গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ হলের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন অনুষদের ৪জন শিক্ষার্থীর মাঝে বৃত্তির চেক, সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। এছাড়া, সম্মাননা বক্তৃতা করেন বিশ্ব শিক্ষক ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও ডাকসু'র সাবেক ভিপি অধ্যাপক মাহফুজা খানম। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন অনুষদের পরিচালক, বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংগ্রাম আন্দোলনে শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার না করার যে প্রবণতা তা এখন আর নেই, সবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। ইতিহাসের নিজস্ব একটি গতি আছে, সত্যের একটি শক্তি আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন শুধু বাংলাদেশ বা এশিয়ার নেতা নয়, তিনি বিশ্বনেতা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য'র স্বীকৃতিপ্রাপ্তির উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এটি আজ বিশ্বের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের অনুপ্রেরণা। বঙ্গবন্ধুর সার্বজনীন ভাষণ ও তাঁর অবদান আজও স্মরণীয় এবং ভবিষ্যতেও অনুপ্রেরণা জোগাবে। পরিশেষে উপাচার্য মেধাবৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, একজন ভাল শিক্ষার্থীর প্রভাব অন্যান্য অনেক শিক্ষার্থীর উপরও পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু হলের সৌন্দর্য্য বর্ধনের ইঙ্গিত দেন উপাচার্য।

এ বছর মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. আহসান নাহিদ, ইতিহাস বিভাগের মো. হাবিবুল্লাহ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাইদুল হাওলাদার ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের মো. হাসনাইন।

উল্লেখ্য, ৫ বছর আগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নিজস্ব অর্থায়নে ১০লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু মেধাবৃত্তি। এই হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে অনার্সে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্তদের দেয়া হয় এই মেধাবৃত্তি।

বঙ্গবন্ধু মেধাবৃত্তি ও সম্মাননা বক্তৃতা ২০১৭

ডিউক অব এডিনবার্গ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৬৪ শিক্ষার্থী

সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৪জন কৃতী শিক্ষার্থীকে "দি ডিউক অব এডিনবার্গস ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২১জন সিলভার এ্যাওয়ার্ড এবং ৪৩ জন ব্রোঞ্জ এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। গত ২০ নভেম্বর ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনস্থ সেমিনার কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'দি ডিউক অব এডিনবার্গ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন' এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক সু ওয়াকার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক মেহজাবীন হক। এছাড়াও ডিউক অব এডিনবার্গ এ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের জাতীয় পরিচালক অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোহাম্মদ শরিফুল হুদা ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রিজওয়ান বিন ফারুক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। তিনি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করেন।

দুই শিক্ষার্থী পেলেন 'ডাইরেক্টরস্ এ্যাওয়ার্ড'

Institute of Health Economics
University of Dhaka

বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের ২জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'ডাইরেক্টরস্ এ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন। এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মুহাম্মদ ইহসান-উল-কবির (বিএসএস) এবং মো. রেজাউল আজিম (এমএসএম)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক মিসেস নাহিদ আক্তার জাহান বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে মাদকমুক্ত ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে হবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫